POLITICAL SCIENCE GENERAL-5TH SEM
DSE-1A: Themes in Comparative Political Theory

TOPIC 2. Western Thought: Thinkers and Themes

BY SHYAMASHREE ROY

c. Rousseau on Inequality

অসমতার উপর আলোচনায় রুসোর প্রকল্পটি হ'ল মানুষের মধ্যে যে সকল প্রকার বৈষম্য রয়েছে তা বর্ণনা করা এবং কোন ধরণের বৈষম্য (এবং তাই প্রতিরোধযোগ্য) "অপ্রাকৃত" এবং কোনটি "প্রাকৃতিক" তা নির্ধারণ করা। রুসো তার প্রকৃতির রাজ্যে মানুষকে নিয়ে আলোচনা করে শুরু করেন। রুসোর জন্য, মানুষ তার প্রকৃতিতে মূলত অন্য যে কোনও প্রাণীর মতো, দু'টি মূল অনুপ্রেরণামূলক নীতি দ্বারা চালিত : সংরক্ষণ। প্রকৃতির রাজ্যে-করুণা এবং আত্ম, যা প্রকৃত historical যুগের চেয়ে বেশি অনুমানমূলক ধারণা, মানুষের কারণ ছাড়াই বা ভালমন্দের ধারণার অস্তিত্ব রয়েছে-, এর খুব কম চাহিদা রয়েছে, এবং মূলত সুখী। একমাত্র জিনিস যা তাকে জানোয়ার থেকে আলাদা করে দেয় তা হ'ল অবাস্তবিক নিখুঁততার কিছুটা বোধ। নিখুঁততার এই ধারণাটিই কি সময়ের সাথে মানবকে পরিবর্তনের সুযোগ দেয় এবং রুসোর মতে, এই মুহূর্তটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে কোনও বিচ্ছিন্ন মানুষ তার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য হয় এবং নিজেকে তার দ্বারা আকৃতির রূপ দেয়। যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে বাধ্য করে, অন্য লোকের সাথে যোগাযোগ করে এবং ছোট দল বা প্রাথমিক সমিতি গঠন করে, তখন নতুন নতুন চাহিদা তৈরি হয় এবং পুরুষরা প্রকৃতির অবস্থা থেকে বেরিয়ে খুব আলাদা কিছু দিকে যেতে শুরু করে। রুশো লিখেছেন যে ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে আরও যোগাযোগ স্থাপন করে এবং ছোট ছোট গোষ্ঠী গঠনের সূত্রপাত ঘটায়, মানুষের মন ভাষার বিকাশ ঘটায়, যার ফলে যুক্তির বিকাশে অবদান থাকে। সম্মিলিত রাষ্ট্রের জীবনও মানুষের ক্রিয়াকলাপের জন্য একটি নতুন, নেতিবাচক প্রেরণামূলক নীতির বিকাশকে বাধা দেয়। রুসো এই নীতিটিকে আপুর প্রপ্রেস বলে, এবং এটি পুরুষদের অন্যের সাথে তুলনা করতে পরিচালিত করে। অন্যের সাথে তুলনার দিকে চালিত এই ড্রাইভটি কেবল নিজের এবং অন্যের প্রতি মমতা বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষায় নিহিত। বরং তুলনা পুরুষকে তাদের নিজের সুখকে বাড়ানোর উপায় হিসাবে তাদের সহমানব মানুষের উপর আধিপত্য চাইতে পরিচালিত করে। রুসো বলেছেন যে আমোর প্রপ্রেস এবং আরও জটিল মানবসমাজের বিকাশের সাথে সাথে ব্যক্তিগত সম্পত্তি উদ্ভাবিত হয়, এবং মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম পুরো ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত হয়। শ্রমের এই বিভাগ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা সম্পত্তি মালিক এবং অশ্রমিকদের দরিদ্রদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে এবং তাদের শোষণ করার অনুমতি দেয়। - রুউস লক্ষ্য করেছেন যে এই পরিস্থিতিটি দরিদ্রদের দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ করেছে, যারা স্বভাবতই ধনী ব্যক্তিদের সাথে তাদের অন্যায্য আধিপত্যের অবসান ঘটাতে যুদ্ধের চেষ্টা করবেন। রুসের ইতিহাসে, ধনী ব্যক্তিরা যখন এই সত্যটি স্বীকৃতি দেয়, তখন তারা দরিদ্রদের এমন একটি রাজনৈতিক সমাজে যোগ দেওয়ার জন্য প্রবঞ্চনা করে যা তাদের সন্ধানের সাম্যতা দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করে। সমতা দেওয়ার পরিবর্তে এটি তাদের নিপীড়নকে পবিত্র করে তোলে এবং অপ্রাকৃত নৈতিক অসাম্যকে নাগরিক সমাজের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিণত করে। ডিসকোর্সে রুসের যুক্তি হ'ল পুরুষদের মধ্যে একমাত্র প্রাকৃতিক

বৈষম্য হ'ল অসমতা যা শারীরিক শক্তির পার্থক্যের ফলস্বরূপ, কারণ প্রকৃতির রাজ্যে এই একমাত্র বৈষম্যই বিদ্যমান। যেমন রুউস ব্যাখ্যা করেছেন, তবে আধুনিক সমাজগুলিতে আইন ও সম্পত্তি তৈরি প্রাকৃতিক পুরুষকে দূষিত করেছে এবং বৈষম্যের নতুন রূপ তৈরি করেছে যা প্রাকৃতিক আইন অনুসারে নয়। রুউস এই অযৌক্তিক, অগ্রহণযোগ্য ফর্মকে অসমতার নৈতিক অসাম্য বলে অভিহিত করেছেন এবং তিনি স্পষ্ট করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে এই ধরণের বৈষম্যকে অবশ্যই লড়াই করা উচিত। বিশ্লেষণ যদিও পরবর্তীকালে রুসো ডিসকোর্সের মূল পয়েন্টগুলির অনেকগুলি আরও বিস্তৃতভাবে বিকাশ করবে, তবে তাঁর দর্শনের সমস্ত কেন্দ্রীয় উপাদানকে ধারণ করে প্রথম কাজ হিসাবে এটি গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, এখানে মৌলিক ধারণাটি নৈতিক বৈষম্য বা অসমতার অপ্রাকৃত রূপ যা মানুষ সৃষ্টি করে রুউস পরিষ্কার যে এই ধরণের সমস্ত বৈষম্য নৈতিকভাবে ভুল এবং সেগুলি অবশ্যই শেষ করে দেওয়া উচিত। নৈতিক বৈষম্যকে যে উপায়ে বাতিল করতে হবে তা এখানে রাশিউয়ের প্রচারের বিষয় নয়, যদিও এটি এমন একটি প্রশ্ন যা ফরাসী বিপ্লবের সময় এবং পরে শতাব্দীতে পরবর্তী বিপ্লবগুলিতে তীব্র আলোচিত হয়েছিল। বৈষম্যের উপর আলোচনায়, রুউস প্রকৃতির অবস্থা সম্পর্কে হবসের ধারণাটি ব্যবহার করে তবে একে একে একে অন্যরকমভাবে বর্ণনা করে। হবস যেখানে প্রকৃতির অবস্থাটিকে সহিংস, স্বার্থান্বেষী হিংস্র দ্বারা নিবিষ্ট যুদ্ধের রাজ্য হিসাবে বর্ণনা করেছিল, সেখানে রুউস মনে করেন যে প্রকৃতির অবস্থা সাধারণত একটি স্বাধীন, স্বচ্ছ পুরুষদের সমন্বয়ে একটি শান্ত, সুখী জায়গা। রুসোর কাছে, হবস বর্ণিত যুদ্ধের ধরণটি ততক্ষণ পৌঁছা যায় না যতক্ষণ না মানুষ প্রকৃতির অবস্থা ছেড়ে দেয় এবং নাগরিক সমাজে প্রবেশ করে না, যখন সম্পত্তি এবং আইন ধনীদরিদ্রের ম-ধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে। মার্ক্সের কাজ এবং পরবর্তীকালে শ্রেণীগত সম্পর্ক এবং সামাজিক বৈষম্যের তাত্ত্বিকদের কাজকে অগ্রাহ্য করার পাশাপাশি, রুসুর প্রাকৃতিক মানুষের ধারণা তাঁর সমস্ত কাজের একটি মূল নীতিমানুষ স্বাভাবিকভাবেই ভাল এবং : কেবলমাত্র তার নিজস্ব পার্থক্যতা এবং ক্ষতিকারক উপাদানগুলির দ্বারা ক্ষতিকারক উপাদানগুলির দ্বারা দূষিত হয়ে পড়েছে কারণে তার ক্ষমতা। যে উপায়ে মানুষের কলুষিত হয় এবং যে পরিস্থিতিতে পরিস্থিতিতে মানুষ প্রকৃতির অবস্থা ত্যাগ করতে এবং মানব নাগরিক সমাজে প্রবেশ করতে সম্মত হয় তা হ'ল রুসোর মাস্টারপিস দ্য সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের মূল বিষয়।

D) J S MILL ON LIBERTY

জে। এস। মিলের 'অন লিবার্টি"/ ON LIBERTY অন্যতম বিখ্যাত রচনা এবং এটি আজকের সবচেয়ে সর্বাধিক পঠিত রয়েছে। এই বইটিতে মিল ইতিহাস ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত তাঁর ধারণাগুলির প্রেক্ষাপটে স্বতন্ত্র স্বাধীনতার ধারণার প্রসার ঘটিয়েছেন। লিবার্টির উপর নির্ভর করে যে সমাজ নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নতি করে এবং প্রতিনিধি গণতন্ত্রের ব্যবস্থার উত্থানে এই অগ্রগতি সমাপ্ত হয়। সরকারের এই ফর্মের প্রেক্ষাপটেই মিল স্বাধীনতার বিকাশ ও বিকাশের কল্পনা করে। প্রথম অধ্যায়টি নাগরিক স্বাধীনতাকে এমন সীমা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে যা প্রতিটি ব্যক্তির উপর সমাজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হবে। মিল প্রাচীন গ্রীস এবং রোম থেকে শুরু করে ইংল্যান্ডে যাত্রা করে স্বাধীনতার ধারণার পর্যালোচনা হাতে নিয়েছে। অতীতে স্বাধীনতা বলতে মূলত অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়া। সময়ের সাথে সাথে, শাসকদের ভূমিকার সাথে স্বাধীনতার অর্থও পাল্টে যায়, যারা কর্তাদের চেয়ে জনগণের সেবক হিসাবে দেখা যায়।

এই বিবর্তনটি একটি নতুন সমস্যা নিয়ে আসেসংখ্যাগরিষ্ঠদের অত্যাচার :, যেখানে একটি গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যালঘুদের উপর তার ইচ্ছাকে চাপায়। এই রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি রাজনৈতিক জগতের বাইরেও অত্যাচারী শক্তি প্রয়োগ করতে পারে, যখন জনমত হিসাবে শক্তিগুলি ব্যক্তিত্ব এবং বিদ্রোহকে দমন করে। এখানে নিজের ইচ্ছাকে এবং অন্যকে মূল্যবোধ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে সমাজ নিজেই অত্যাচারী হয়ে ওঠে। এর পরে, মিল পর্যবেক্ষণ করে যে স্বাধীনতাকে তিন প্রকারে বিভক্ত করা যায়, যার প্রত্যেকটি অবশ্যই কোনও মুক্ত সমাজের দ্বারা স্বীকৃত এবং সম্মানিত হতে হবে। প্রথমত, চিন্তা ও মতামত স্বাধীনতা আছে। দ্বিতীয় প্রকারটি হ'ল স্বাদ ও অভ্যাসের স্বাধীনতা বা নিজের জীবন পরিকল্পনা করার স্বাধীনতা তৃতীয়ত, অন্যের মতো সমমনা ব্যক্তিদের একটি সাধারণ উদ্দেশ্যে যোগ দেওয়ার স্বাধীনতা আছে যা কারও ক্ষতি না করে। এই প্রতিটি স্বাধীনতা সম্মতি বাধ্যতামূলক করার সমাজের প্রবণতা উপেক্ষা করে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি এক বা একাধিক ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের জন্য অন্য ব্যক্তির স্বাধীনতা হ্রাস করতে সক্ষম হওয়া উচিত কিনা তা পরীক্ষা করে। মিল যুক্তি দেখায় যে এই জাতীয় কোনও কার্যকলাপই অবৈধ, যতক্ষণ না ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি ফ্যাকাশে ছাড়িয়ে যায় আমাদের অবশ্যই কোনও মতামত চুপ করা উচিত নয়, কারণ এই জাতীয় সেন্সরশিপ কেবল নৈতিকভাবে ভুল। মিলটি দেখায় যে একটি দৃষ্টিকোণের জনপ্রিয়তা এটি প্রয়োজনীয়ভাবে সংশোধন করে না – এই কারণেই আমাদের অবশ্যই মতামতের স্বাধীনতার অনুমতি দিতে হবে। মতবিরোধ জরুরী কারণ এটি সত্য সংরক্ষণে সহায়তা করে, যেহেতু সত্য সহজেই কুসংস্কার এবং মৃত গোপনীয়তার উত্সগুলিতে লুকানো যেতে পারে। মিল অসমর্থিত মতামতকে ধারণ এবং বক্তৃতায় ব্যক্তির স্বাধীনতা হিসাবে মতবিরোধকে সংজ্ঞায়িত করে। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে লোকেরা অপ্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তাদের সামাজিক আচরণ করা বা আইনী শাস্তির মুখোমুখি না হয়ে তাদের বিরুদ্ধে কাজ করার অনুমতি দেওয়া উচিত কিনা। ক্রিয়াগুলি ধারণা বা দৃষ্টিকোণগুলির মতো নিখরচায় থাকতে পারে না এবং আইন প্রয়োগ করতে হবে এমন সমস্ত ক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ করতে হবে যার প্রয়োগ অন্যের ক্ষতি করে বা সম্পূর্ণ উপদ্রব হতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে মানবেরা পতনীয়, তাই তাদের বিভিন্ন জীবনযাপনের পরীক্ষা করা দরকার। তবে সামাজিক ও ব্যক্তিগত অগ্রগতি অর্জনের জন্য স্বতন্ত্র স্বাধীনতা সর্বদা প্রকাশ করতে হবে

চতুর্থ অধ্যায়টি যখন সমাজ আইনীভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে এমন উদাহরণ রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন। মিল সামাজিক চুক্তির ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করে, যাতে লোকেরা সমাজের অংশ হতে সম্মত হয় এবং স্বীকৃতি দেয় যে সমাজ নির্দিষ্ট কিছু ফর্মের বাধ্যবাধকতার জন্য জিজ্ঞাসা করার সময় সুরক্ষার কিছু ফর্ম সরবরাহ করতে পারে। তবে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যেহেতু সমাজ সুরক্ষা সরবরাহ করে, লোকেরা একটি নির্দিষ্ট উপায়ে আচরণ করতে বাধ্য, এবং সমাজের প্রতিটি সদস্যকে অবশ্যই সমাজ এবং এর সদস্যদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে হবে এবং সুরক্ষা দিতে হবে। সংক্ষেপে, অন্যের ক্ষতি করে এমন আচরণ কমানোর জন্য সমাজকে অবশ্যই ক্ষমতা দিতে হবে, তবে আর নেই। অষ্টম অধ্যায় মিলের দ্বিগুণ আর্গুমেন্টের সংক্ষিপ্তসার এবং ব্যাখ্যা করেছে। প্রথমত, ব্যক্তিরা কেবল তাদের প্রভাবিত আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপের জন্য সমাজের কাছে দায়বদ্ধ নয়। দ্বিতীয়ত, একজন ব্যক্তি যে কোনও ধরণের আচরণ বা ক্রিয়াকলাপের জন্য অন্যের ক্ষতি করে এবং তার ক্ষেত্রে এই জাতীয় আচরণ ও কর্মকে শাস্তি প্রদান ও সংহত করা দায়বদ্ধ। যাইহোক, মিল লক্ষ করে যে কিছু ধরণের ক্রিয়া রয়েছে যা অবশ্যই অন্যকে ক্ষতি করে কিন্তু সমাজের জন্য আরও বড় উপকার বয়ে আনে, যেমন কোনও ব্যক্তি যখন তার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ব্যবসায় সফল হন। অধ্যায়ের বাকী অংশে মিল তাঁর তত্ত্বের বিশেষ উদাহরণ পরীক্ষা করে। বিশ্লেষণ অন লিবার্টির মূল ধারণাটি এই ধারণাটি যে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ই পরবর্তী

অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য, বিশেষত যখন সমাজ রাষ্ট্রের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতি একটি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে শাসক এবং শাসকদের মধ্যে বিরোধিতা অদৃশ্য হয়ে যায়, এতে শাসকরা কেবল শাসিতদের স্বার্থ উপস্থাপন করে। এই জাতীয় গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সম্ভব করে তোলে, তবে এটির নিশ্চয়তা দেয় না। সমাজ যখন সরকারের বাধা থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন এটি নির্বাচিত এবং শক্তিশালী কয়েকজনের স্বার্থকে আবদ্ধ করা শুরু করে, যা একটি নতুন উপায়ে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে হুমকিস্বরূপ করে। মিল আরও শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তির দমন রোধ করতে এমনভাবে কল্পনা করার সমাজকে কল্পনা করার সমস্যা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সামাজিক অগ্রগতি কেবল তখনই ঘটতে পারে যখন স্বতন্ত্র স্বাধীনতার উপর সীমাবদ্ধতা রাখা হয়, তবে এটি ব্যক্তিকে এ জাতীয় সীমা থেকে মুক্ত করারও প্রয়োজন হয়। নকল নৈতিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করে মিল এই দ্বিধাটিকে অগ্রাহ্য করে, যেখানে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যক্তির সুখ, এবং এই জাতীয় সুখ কেবল একটি সভ্য সমাজেই অর্জন করা যেতে পারে, যেখানে লোকেরা তাদের সমস্ত দক্ষতা সহ তাদের নিজস্ব স্বার্থে নিযুক্ত থাকতে পারে এবং দক্ষতা, যা তারা উন্নত করেছে এবং একটি ভাল শিক্ষাব্যবস্থায় সম্মান করেছে। সুতরাং, মিল ভবিষ্যতের অগ্রগতির জন্য ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই স্বতন্ত্রতার, ব্যক্তিগত বিকাশের মৌলিক মূল্যকে জোর দেয়। মিলের পক্ষে, একজন সভ্য ব্যক্তি হলেন তিনি যা বোঝেন তার উপরেই কাজ করেন এবং যিনি তার ক্ষমতায় যা কিছু বোঝেন তার সবকিছু করেন। মিল এই মডেলটি কেবলমাত্র বিশেষভাবে প্রতিভাধর নয়, সকলের কাছে ধরে রাখে এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপর স্বতন্ত্র উদ্যোগকে সমর্থন করে। তিনি দৃsero◌ভাবে দাবি করেছেন যে ব্যক্তিদের দ্বারা করা কাজগুলি সরকার কর্তৃক সম্পাদিত কাজের চেয়ে ভাল করা হয়। তদুপরি, স্বতন্ত্র পদক্ষেপ সেই ব্যক্তির মানসিক শিক্ষাকে অগ্রসর করে, এমন কিছু যা সরকারী পদক্ষেপ কখনও করতে পারে না, কারণ সরকারী পদক্ষেপ সর্বদা স্বাধীনতার জন্য হুমকিস্বরূপ এবং সাবধানে পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

J.S MILL ON DEMOCRACY

গণতন্ত্রের উপর রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিষয়ে মিলের প্রধান কাজ, প্রতিনিধি সরকারের বিবেচনা, দুটি মূলনীতি রক্ষা করেনাগরিকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং শাসকদের আলোকিত দক্ষতা। দুটি মান স্পষ্টতই : উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে এবং কিছু পাঠক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে তিনি একজন অভিজাত গণতান্ত্রিক,] আবার কেউ কেউ তাকে পূর্বের অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক হিসাবে গণ্য করেছেন। একটি বিভাগে, তিনি বহুবচন ভোটদানের পক্ষে রয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়েছে, যাতে আরও সক্ষম নাগরিককে অতিরিক্ত ভোট দেওয়া হয় । যাইহ(যা তিনি পরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি)◌োক, অন্য একটি অধ্যায়ে তিনি সমস্ত নাগরিকের অংশগ্রহণের মূল্যের জন্য সাথে যুক্তি দেখান। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে রাজনীতিতে বিশেষত স্থানীয় পর্যায়ে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেলে জনগণের অক্ষমতা শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারে। নির্বাচিত আধিকারিক হিসাবে সরকারে পরিবেশন করা কয়েকজন রাজনৈতিক দার্শনিকদের মধ্যে মিল অন্যতম। সংসদে তাঁর তিন বছরে তিনি তাঁর লেখায় প্রকাশিত "র‍্যাডিক্যাল" নীতিগুলির চেয়ে সমঝোতা করতে আরও আগ্রহী ছিলেন যার দ্বারা প্রত্যাশার দিকে এগিয়ে যায়। শ্রমিক ছিলেন শ্রমজীবী শ্রেণীর কাছে জনশিক্ষার বিস্তৃতি ও ব্যবহারের প্রধান প্রবক্তা। তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তির মূল্য দেখেছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে তবে - মানুষের নিজের ভাগ্য পরিচালনার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ছিল" "কেবল তার অনুষদগুলি বিকাশ ও পরিপূর্ণ হলে, যা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। তিনি শিক্ষাকে মানব প্রকৃতির উন্নতির একটি পথ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন যার অর্থ ছিল অন্যান্য বৈশিষ্ট্য",

বৈচিত্র্য এবং মৌলিকত্বের মধ্যে চরিত্রের শক্তি, উদ্যোগ, স্বায়ত্তশাসন, বৌদ্ধিক চাষাবাদ, নান্দনিক সংবেদনশীলতা, স্বসম্পর্কিত স্বার্থ-, বিচক্ষণতা, দায়বদ্ধতা এবং আত্মনিয়-ন্ত্রণ শিক্ষার ফলে মানুষের ।" সম্পূর্ণ অবহিত নাগরিকের বিকাশের সুযোগ হয়েছিল যা তাদের অবস্থার উন্নতি করতে এবং নির্বাচনী সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে অবহিত করার সরঞ্জামাদি রাখে। শিক্ষার শক্তি শ্রমজীবীশ্রেণিকে তাদের নিজস্ব নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং উচ্চ শ্রেণীর সাথে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ করে দেয় এমন শ্রেণীর মধ্যে একটি দুর্দান্ত সমকক্ষ হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা রাখে। মিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠদের অত্যাচার এড়ানোর ক্ষেত্রে জনশিক্ষার সর্বোচ্চ গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিল যাতে সমস্ত ভোটার এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণকারী পুরোপুরি উন্নত ব্যক্তি ছিল। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে শিক্ষার মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি প্রতিনিধি গণতন্ত্রের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ অংশগ্রহণকারী হতে পারে।

E) KARL MARX'S VIEWS ON STATE

রাজ্যে মার্কস মার্কসবাদী তত্ব কেবল উদারনৈতিক রাষ্ট্রের প্রাথমিক ধারণাগুলিই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে না, বরং এটি জোর দিয়েছিল যে এটি সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ পুরুষকে তার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দাস বানিয়েছে, এটিকে বিলুপ্ত বা ভেঙে ফেলা হবে, যা ছাড়া সাধারণ মানুষের মুক্তি কখনই সম্ভব হবে না। তবে রাষ্ট্রের মার্কসবাদী তত্ত্বের একাডেমিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে একটি সমস্যা হ'ল মার্কস তত্বটিকে পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ করেননি। মার্কস (1818- 1883) এবং তার বন্ধু এঙ্গেলস (1820- 1895) বিভিন্ন মতামত ও বক্তব্য দিয়েছেন যা রাষ্ট্র তত্ত্বের গঠনকে গঠন করে। আমরা প্রথমে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নিয়ে কাজ করব। কমিউনিস্ট ইশতেহারে এ)টি মার্কস এবং এঙ্গেলস উভয়েই লিখেছিলেনআমরা (রাষ্ট্রের একটি সাধারণ সংজ্ঞা পাই। তারা বলেছে যে রাজ্য হ'ল রাজনৈতিক শক্তি", সঠিকভাবে তথাকথিত বলা হয়, কেবলমাত্র অন্য শ্রেণীর উপর অত্যাচার করার জন্য এক শ্রেণির সংগঠিত শক্তি ।" একই বইয়ে আমরা তাদের বলেছি যে, "আধুনিক রাষ্ট্রের নির্বাহী সমগ্র বুর্জোয়া সাধারণ বিষয় পরিচালনার জন্য একটি কমিটি।" রাজ্যটি মূলত শ্রেণি আধিপত্যের একটি উপকরণ। অন্য কথায়, রাষ্ট্রটি বুর্জোয়া শ্রেণীরাই সাধারণ মানুষের শোষণের জন্য ব্যবহার করে এবং সেই অর্থে এটি শোষণের জন্য একটি যন্ত্রপাতি। লেনিন এই ধারণাটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। রাজ্যের উত্স: মার্ক্স, এঙ্গেলস এবং তাদের অনুসারীদের রাষ্ট্রের উত্স হিসাবে সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের উপর বিশ্বাস রাখেনি। তারা (বিশেষত লেনিন) একটি বস্তুবাদী'দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উত্সটি দেখেছেন যা জোর দেয় যে রাষ্ট্র যদিও মানুষের সৃষ্টি, এর পিছনে কোনও আবেগ, ধারণা নেই তবে বৈষয়িক অবস্থার প্রভাব যা তারা অর্থনৈতিক অবস্থা হিসাবে অভিহিত করেছে। তারা সমাজের বিকাশকে পুরানো কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থা, দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ এবং শিল্প সমাজে বিভক্ত করেছে। পুরাতন কমিউনিস্ট সমাজে কোনও রাষ্ট্র ছিল না কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব ছিল না। বেসরকারী সম্পত্তি ব্যবস্থা রাষ্ট্রের উত্থানের সম্ভাব্য কারণ হিসাবে কাজ করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকরা এর সুরক্ষা হিসাবে নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করেছেন এবং তারা একটি সুপার পাওয়ারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন যা শেষ পর্যন্ত সুরক্ষা সরবরাহ করতে পারে। মার্কস এবং এঙ্গেলসের মতে রাষ্ট্রটি অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছিল অন্যান্য স্বার্থগুলিও অন্তর্ভুক্ত) তার পুলিশ) এবং শেষ পর্যন্ত রাজ্যটিকে (রয়েছে তবে অর্থনৈতিক স্বার্থই প্রাথমিক, সামরিক ও

আমলাতন্ত্রের সাথে(মালিকদের দ্বারা ব্যবহৃত একটি সরঞ্জামে রূপান্তরিত করা হয়েছিল সম্পত্তি । পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রকে পুঁজিপতিদের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করেছিল। ইতিহাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করা মার্কস দেখিয়েছেন যে রাষ্ট্রকে একটি সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার না করে বুর্জোয়া শ্রেণি মোটেই টিকতে পারেনি কারণ এর বেঁচে থাকা সম্পদ জমানোর এবং রক্ষার দক্ষতার উপর নির্ভর করে। । তিনি বলেছেন সর্বাধিক শক্তিশালী :, অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী শ্রেণীর রাষ্ট্র। এর অর্থ বুর্জোয়া রাষ্ট্র পুরোপুরি প্রভাবশালী শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী শ্রেণি তার নিজস্ব উদ্দেশ্যগুলি পরিবেশন করতে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে। এটি রাষ্ট্রের উপকরণের চরিত্র। পুঁজিবাদী শ্রেণি কেন রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে? আমরা ইতিমধ্যে বলেছি যে রাষ্ট্রের সহায়তা ব্যতীত বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে এর ধনসম্পদের দুর্গ অক্ষত র-াখা অসম্ভব। একটি শ্রেণি সমাজে রাষ্ট্রের এই বিশেষ ভূমিকা অনিবার্য এবং এটি নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলির আকারে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: (কসমাজে / যে কোনও শ্রেণির রাষ্ট্র (অন্যান্য শ্রেণিও রয়েছে তবে দুটি শ্রেণিই প্রধান। মার্কস এবং এঙ্গেল) দুটি প্রধান শ্রেণি রয়েছেস ইতিহাসের গবেষণা থেকে এ বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন(, (খযেহেতু এই দুটি প্রধান শ্রেণীর স্বার্থ দুটি গুরুত্বপূর্ণ (শ্রেণীর মধ্যে বিপরীত বিরোধ, কারণ স্বার্থগুলি সরাসরি বিরোধীদের মধ্যে দাঁড়িয়েছে, (গএর কারণে (আগ্রহগুলি অপরিবর্তনীয়, (ঘ দুটি শ্রেণি দ্বন্দ্বকে (আরও বাড়ানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। একদিকে রয়েছে রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী শ্রেণি এবং অন্যদিকে শ্রমিক রয়েছে, (ঙপুঁজিবাদী শ্রেণি শ্রমিক শ্রেণির স্বালানী (ব্যবহার করে (বিশেষত পুলিশ এবং সেনাবাহিনী) নিয়ন্ত্রণ করতে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রপাতি, (চরাজ্যকে (শ্রমজীবীদের উপর আধিপত্যের সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার না করা হলে শ্রমিকদের শোষণ সম্ভব হত না। ইশতেহার এবং জার্মান মতাদর্শ: তাদের অনেক লেখায় মার্কস এবং এঙ্গেলস রাষ্ট্রের উপকরণবাদী ধারণাটি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন তবে মার্কসবাদের বিশ্লেষকরা মনে করেন যে কমিউনিস্ট ইশতেহারে পু)রো নামটি কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টএবং জার্মান মতাদর্শের ধারণাটির সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে। বুর্জোয়া (শ্রেণি ধীরে ধীরে এবং অবিচলভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে এবং অবশেষে সরকারী বিষয়গুলির সকল ক্ষেত্রে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ইশতেহারে মার্কস এবং এঙ্গেলস বলেছেন, "রাজনৈতিক শক্তি হ'ল এক শ্রেণীর সংঘবদ্ধ শক্তি কেবল অন্যের উপর অত্যাচার করার জন্য।" বুর্জোয়া শ্রেণি, বিশেষত শিল্প এবং সাধারণভাবে অর্থনীতিতে তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য, ক্রমাগতভাবে শিল্পকে, বিপ্লব ঘটিয়েছে উত্পাদন, পদ্ধতি। বুর্জোয়া শ্রেণিগুলি নতুন মেশিনারিগুলি এবং শিল্পে উত্পাদনের উন্নত কৌশল প্রবর্তন করে এটি করেছিল। এটি করে পুঁজিবাদী শ্রেণি অর্থনীতির সমস্ত শাখার উপর পুরোপুরি হোল্ড রাখতে সক্ষম হয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণি কেবল দেশীয় অর্থনীতি এবং অভ্যন্তরীণ বাজারকেই নয়, বিশ্ব বাজারকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে। "পুঁজিপতিরা বিশ্ববাজারের শোষণের মাধ্যমে উত্পাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি মহাবিশ্বের চরিত্র দিয়েছে"। অন্য কথায়, বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রধান লক্ষ্য হ'ল সরকারের সমস্ত শাখা, অর্থনীতির সমস্ত বিস্তৃতি এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্ববাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা। মার্কস এবং এঙ্গেলস তার সাথে বলেছে যে বুর্জোয়া শ্রেণীরা এই কাজগুলি রাষ্ট্রের মাধ্যমে সম্পাদন করেছে এবং এইভাবে রাষ্ট্র একটি উপকরণ হিসাবে কাজ করে। মার্কস এবং এঙ্গেলস দ্বারা জোর দেওয়া রাজনীতিতে উপকরণের পদ্ধতিটি জার্মান আইডোলজিতে)1846) একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানও দখল করেছে। 700 টিরও বেশি পৃষ্ঠাগুলি নিয়ে গঠিত এই (মস্কো সংস্করণ) বিশাল বইটি বয়ঃসন্ধিকালে এমন মন্তব্য করেছে যা রাজনীতির উপকরণবাদী ব্যাখ্যায় আলোকপাত করে। এই বইটি মার্কস এবং এঙ্গেলসের যৌথ পণ্য। তারা বলেছে, "নিছক সত্যেই যে এটি একটি শ্রেণি এবং আর এস্টেটের মতো আর নয়, বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেরা আর স্থানীয়ভাবে সংগঠিত হতে বাধ্য হয় না,

বরং জাতীয়ভাবে এবং এর গড় স্বার্থকে একটি সাধারণ রূপ দিতে বাধ্য হয়বুর্জোয়া শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ।" স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তবে এর প্রভাব জাতীয় রাজনীতিতে ছড়িয়ে পড়ে। অন্য কথায়, পুঁজিবাদী শ্রেণি স্থানীয় এবং জাতীয় উভয় রাজনীতিরই নিয়ামক। ইশতেহারে তারা প্রায় একই শব্দ উচ্চারণ করেছিল। রাষ্ট্রটি এমন একটি রূপ যেখানে কোনও শাসক শ্রেণীর ব্যক্তিরা তাদের সাধারণ স্বার্থকে দৃ - ভাবে বলে থাকে.এমনকি নাগরিক সমাজ বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে নাগরিক সমাজ মার্কস এবং এঙ্গেলস দ্বারা বোঝানো হয়েছে অসংখ্য সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিকগুলি। মার্কস এবং এঙ্গেলস আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে যদি এমন কোনও শ্রেণি না থাকত যার অর্থ কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হত তবে কোনও রাজ্য ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উত্থাপিত হত না। সুতরাং আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে উপসংহারে পৌঁছাতে পারি যে মার্কসবাদী রাজনৈতিক অধ্যয়নের অবতীর্ণ উপকরণটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উত্থানের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

রাষ্ট্র, সংস্কার ও বিপ্লব:

এখন পর্যন্ত করা বিশ্লেষণ থেকে একটি বিষয় পুরোপুরি স্পষ্ট - রাজ্য শোষনের একটি উপকরণ এবং মুক্তি যদি সম্ভব না হয় তবে রাষ্ট্রটি অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী শ্রেণীর পুরো নিয়ন্ত্রণে থাকবে। বিষয়টি হ'ল রাজ্যের শ্রেণি চরিত্রটি পরিবর্তন করতে হবে। এটাই হচ্ছে প্রভাবশালী শ্রেণিকে ক্ষমতা থেকে নিষ্ক্রেপ করতে হবে এবং বিপ্লবের মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে। বিপ্লবের পাশাপাশি আরও একটি উপায় রয়েছে এবং তা হচ্ছে সংস্কার।

সংস্কারের মাধ্যমে রাজ্যের বর্তমান কাঠামো পরিবর্তন করতে হবে। মার্কস সমর্থিত সংস্কারগুলি তার বিশাল সাহিত্য থেকে পরিষ্কার নয়। আবার এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে মার্ক্সের চিন্তার ব্যাখ্যাকারীরা মতামত প্রকাশ করেছেন যে মার্কস বিশ্বাস করেছিলেন যে বিপ্লব ছাড়া সমাজের আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়। তবে বিপ্লবের সাফল্য কিছু পূর্বশর্তের উপর নির্ভর করে।

শ্রমিকদের অবশ্যই একটি বিপ্লবের জন্য মানসিক ও বৈষয়িকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাদের অবশ্যই একটি সুসংগঠিত এবং সম্মিলিত শ্রেণি গঠন করা উচিত। তাদের অবশ্যই শোষণের পরিমাণ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। শ্রমিকরা আনন্দের সাথে সকল প্রকার সমস্যাকে স্বাগত জানাবে এবং বিপ্লবের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকার করবে। স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লব সহজ জিনিস নয়।

উপরোক্ত কারণে কিছু সমালোচক যুক্তি দিয়েছিলেন যে মার্কস বিভিন্ন উপায়ে সংস্কারকে সমর্থন করেছিলেন। সংস্কারের উদ্দেশ্য হ'ল শ্রমিক শ্রেণিকে বিপ্লবের প্রস্তুতিতে সহায়তা করা।

সংস্কারগুলি লক্ষ্যগুলি গঠন করা উচিত নয় তবে লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছানোর জন্য এগুলি ক্ষণস্থায়ী উপায়। "যতদূর মার্কস সম্পর্কিত, এটি বলা ঠিক যে তাঁর দৃষ্টিতে শ্রমিকদের আন্দোলনকে অবশ্যই পুঁজিবাদের সীমানার মধ্যে উন্নতি ও সংস্কারের চেষ্টা করা উচিত তবে এই সংস্কারগুলি সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধনের পথে বা উপায়ের ছিল" ।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল:

মার্কস এবং এঙ্গেলস বারবার বলে এসেছেন যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ছাড়া শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি কখনই সম্ভব নয় এবং এটি বিপ্লব ঘটাতে দীর্ঘায়িত শ্রেণীর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে করা সম্ভব।

অন্য কথায়, বুর্জোয়া রাজ্যে পাওয়া সমস্ত সমস্যার একমাত্র সমাধান বিপ্লব। বিপ্লব কী করবে? প্রথমত, বিপ্লব বা বিপ্লবীদের কাজ হ'ল বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা এবং মার্ক্স এবং এঙ্গেলসকে 'সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র' হিসাবে চিহ্নিত শ্রমিক ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

এর পরে শ্রমিক শ্রেণি বুর্জোয়া কাঠামোকে আমূল পরিবর্তন করতে এগিয়ে যাবে। সুতরাং, আমরা বলি যে সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবের প্রাথমিক লক্ষ্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন (লেনিনবাদের সমস্যা) বারবার বলেছে যে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা একটি একক বিপ্লব শুরু করা যথেষ্ট হবে না? লক্ষ.

বিপ্লব স্থায়ী হতে হবে। কমিউনিজম অর্জন না হওয়া অবধি বিপ্লব অব্যাহত থাকবে। সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম যে মার্কসবাদী তত্ত্ব এবং রাষ্ট্র বিপ্লব তত্ত্ব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ধারণাগুলি।

তবে মার্কস এবং মার্কসবাদীরা বিভিন্ন ধরণের বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য এনেছে। মার্কসবাদী বিপ্লবের তত্ত্বের বিশ্লেষণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিকতা থাকতে পারে এবং এখানে আমরা এর সাথে উদ্বিগ্ন নই। আমাদের বক্তব্যটি হচ্ছে- মার্কস এবং এঙ্গেলস সংস্কারের বিষয়ে কোনও বিশ্বাস রাখেনি।

আবার, তারা কখনও সংস্কারকে বিপ্লবের বিকল্প হিসাবে ভাবেনি। পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রকে সর্বহারা শ্রেণীর শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতেন এবং পরবর্তীকরা শ্রেণিবদ্ধের পাশাপাশি বিপ্লবকে মুক্তি দানের সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করতেন।

রাষ্ট্রের দূরে সরে যাওয়ার বিষয়ে বিশদ বিশ্লেষণে প্রবেশের আগে আমরা এঙ্গেলসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্ধিত বিবৃতি উদ্ধৃত করতে চাই। প্রথমটি হ'ল: "তখন রাজ্য সমস্ত অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান ছিল না। এমন কিছু সমিতি রয়েছে যেগুলি রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্রীয় শক্তির কোনও ধারণা ছিল না, যদি না করেই করত।

এঙ্গেলসের দ্বিতীয় বিবৃতি নীচে চলে; যত তাড়াতাড়ি আর কোনও সামাজিক শ্রেণি বশীভূত হওয়ার দরকার নেই... শ্রেণির বিধি... সরানো মাত্রই, আর কিছুই দমন করার বাকি নেই, এবং একটি বিশেষ দমনকারী শক্তি, একটি রাষ্ট্রের আর দরকার নেই...। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ একের পর এক ডোমেনে অনাবশ্যক হয়ে যায় এবং তারপরে নিজেই মারা যায় ... রাষ্ট্রটি "বিলুপ্ত" হয় না। এটা মারা যায় "।

এঙ্গেলসের উপরোক্ত দুটি মন্তব্য স্ব-ব্যাখ্যামূলক। প্রথম অনুচ্ছেদে আমরা এঙ্গেলসকে দেখতে পেয়েছি যে, রাজ্যটি শ্রেণি সম্পর্কের এবং বিশেষত শ্রেণিবদ্ধের পণ্য। সামাজিক বিকাশের প্রথম পর্যায়ে কোনও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না কারণ অস্তিত্ব শ্রেণি, শ্রেণি বৈরিতা এবং শ্রেণি সম্পর্কের কারণে রাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল না।

মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন রাজ্যটিকে একেবারে ভিন্ন কোণ থেকে দেখেছিলেন। তারা রাষ্ট্রকে কেবল মানবিক স্বাধীনতার দখলদার হিসাবেই দেখেনি, মানুষকে দাসত্ব করার একটি সরঞ্জামও দেখেছিল। এ জাতীয় রাষ্ট্রকে জোর করে বিলুপ্ত করার দরকার নেই। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জোর করে দখল করতে হবে এবং একই সাথে শ্রমিক শ্রেণির (সর্বহারা শ্রেণীর) সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

একই সাথে সমস্ত শ্রেণি বাতিল করা হবে। যখন এই দুটি উদ্দেশ্য অর্জন করা হবে তখন রাষ্ট্রের কোনও গুরুত্ব থাকবে না কারণ এটি ছিল কেবল শোষণের হাতিয়ার। লেনিনের মতে রাজ্য মুছে যাওয়া রাষ্ট্র বিলুপ্তির থেকে একেবারেই আলাদা।

। সর্বহারা শ্রেণিরা এই রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করবে। তারা বুর্জোয়া রাজ্যের পুলিশ, সামরিক এবং অন্যান্য দমনমূলক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবে না। এটি শ্রেণিবদ্ধ এবং বিপ্লবের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

থিওরি অফ স্টেটের মূল্যায়ন:

মার্কস এবং এঙ্গেলস দ্বারা বর্ণিত এবং বিস্তৃত রাষ্ট্র তত্বটি স্বল্পতা থেকে মুক্ত নয়।

কিছু নীচে বলা হয়েছে:

(১) মার্কস এবং এঙ্গেলস পূর্বাভাস করেছিলেন (এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে) যে দীর্ঘজীবী শ্রেণি সংগ্রাম এবং স্থায়ী বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র দখল করতে সফল হবে এবং এর সামগ্রিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে যা শেষ পর্যন্ত একটি সাম্যবাদী সমাজ গঠনের দিকে পরিচালিত করবে। দুটি পূর্বাভাস রয়েছে একটি হ'ল বুর্জোয়া রাষ্ট্র, একদিন, শ্রমিক শ্রেণি দ্বারা দখল করা হবে।

অন্যটি হ'ল - কমিউনিজম পুঁজিবাদের স্থান গ্রহণ করবে। কেবল রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণি ক্ষমতা দখল করেছিল। এমনকি রাশিয়া কতটা পরিপক্ক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ছিল তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি এর মতো আরও পরিপক্ক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ছিল (এবং এখনও রয়েছে) এবং কোথাও শ্রমিক শ্রেণি রাজনৈতিক শক্তি দখল করতে সক্ষম হয়নি।

সুতরাং প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ থেকে যায়। দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে এটি নির্লজ্জভাবে লক্ষ্য করা যায় যে রাশিয়া সাম্যবাদের কথা না বলতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে কতটা সফল হয়েছিল তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। ১৯৯১ সালে বিশ্বের "প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র" ভেঙে পড়েছিল। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দাবি করেছে যে চীন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তবে বাজারের অর্থনীতিতে তার গ্রহণযোগ্যতা এই দাবি নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে।

২. মার্কস এবং এঙ্গেলস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে রাষ্ট্রটি শুকিয়ে যাবে। পূর্ববর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশাল রাষ্ট্র কাঠামো মার্কস এবং এঙ্গেলসের এই লম্বা দাবিটিকে মিথ্যাবাদী করেছে। সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্রিটেনের মতোই শক্তিশালী ছিল, শীতল যুদ্ধের সময়কালে রাজ্যগুলিকে unite কর। স্নায়ুযুদ্ধের মন্দার পরেও সোভিয়েত রাষ্ট্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অবিশ্বাস্যভাবে শক্তিশালী ছিল। চীন আরেকটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং আজ এটি একটি বড় শক্তি।

তার সামরিক শক্তি সমস্ত বড় শক্তি দ্বারা স্বীকৃত এবং তিনি একটি পারমাণবিক শক্তি। যদিও গোঁড়া মার্কসবাদীরা শব্দের জাগ্রত করার সাহায্যে মুছে যাওয়া রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে এবং মার্কসবাদী ধারণাটি সঠিক তা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তবে তা এখনও অব্যাহত রয়েছে, এটি আর একটি বৈধ ধারণা নয়।

৩. মার্কস এবং এঙ্গেলস বলেছেন যে কেবলমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে শ্রমিক শ্রেণিকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হবে। আজ শ্রমিক শ্রেণি কেবল united নয়, এর দর

কষাকষি করার ক্ষমতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সময়ে সময়ে শ্রমিকদের দাবি পুঁজিপতিরা পূরণ করেছেন

এটি শ্রমিকদের এখনও শোষণ করা হতে পারে, তবে এটিও সত্য যে শোষণের মাত্রা মার্কসের সময়কালের তুলনায় অনেক কম ছিল। আজকের কর্মীরা যতটা না আন্দোলন সম্পর্কিত, ততটা বিপ্লবী পদ্ধতির চেয়ে গণতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক পদ্ধতিতে আগ্রহী।

শ্রমিক শ্রেণি আজ বৈধ দাবি পূরণের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার কথা ভাবেনা। এটি দরকষাকষির টেবিলে (পুঁজিপতিদের সাথে) বসে এবং সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করে। আমরা অবশ্য মার্কস এবং এঙ্গেলসকে দোষ দিতে পারি না।

শ্রমিকদের এবং পুঁজিপতিদের মানসিকতা গত শতাব্দীতে (১৯০০ থেকে ১৯৯৯) সমুদ্রের পরিবর্তন ঘটেছে। শ্রমিক এবং পুঁজিবাদী উভয়ই দ্বন্দ্বের পথকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং উভয় পক্ষই মনে করে যে সমস্ত বিরোধ সুস্পষ্টভাবে নিষ্পত্তি করতে পারে।

BAKUNIN'S VIEWS ON STATE

সম্ভবত ধ্রুপদী নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে সর্বাধিক সুপরিচিত, মিখাইল বাকুনিন তার "প্রতিরোধের তাগিদ" এর পক্ষে ছিলেন বলে পরিচিত। তাঁর তত্ত্বের আরও অনেক কিছুই রয়েছে যা সাধারণত জানা বা অধ্যয়নিত হয়। মার্ক্সের সমসাময়িক এবং প্রথম আন্তর্জাতিকের মধ্যে কিছু তিক্ত বিরোধে তাঁর বিরোধী, বাকুনিন শক্তি, শ্রেণি এবং সামাজিক জীবনের বিশ্লেষণের প্রস্তাব দেয় যা মার্ক্সের থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে পৃথক। বাকুনিনের চিন্তার পুনর্বার পরীক্ষা বাদ দেওয়া রাজনীতি এবং নিপীড়ন ও আধিপত্যের শক্তির কাঠামো বিবেচনা করার জন্য একটি ভিত্তি সরবরাহ করে।

রাজ্যের সমালোচনা

বাকুনিন একজন নৈরাজ্যবাদী তাত্ত্বিক হিসাবে সর্বাধিক পরিচিত, যিনি স্টেটিজম এবং নৈরাজ্যের মতো রচনায় রাষ্ট্র ক্ষমতার সমালোচনা সমালোচনা করেছেন। এই তত্ত্বটি কীভাবে রাজ্যগুলি কাজ করে তার একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুমিত হয়। বাকুনিন বিশ্বাস করেন যে রাজ্যের একটি মৌলিক প্রকৃতি রয়েছে, যা নির্দিষ্ট রাজ্যের ক্রিয়া থেকে অনুমান করা যায়।

রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সামরিক বাহিনীর একটি শক্তিশালী প্রত্যাখ্যান এবং এর দমনমূলক শৃঙ্খলা অনুশীলন দ্বারা প্রচন্ডভাবে প্রভাবিত হয়। (এটি সম্ভবত সামরিক ক্ষেত্রে তার নিজের সময় দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল)। সামগ্রিকভাবে, তিনি সমস্ত পরিস্থিতিতে যেখানে শক্তি-বৈষম্য বিদ্যমান তার সাথে রাষ্ট্রকে যুক্ত করে। সমস্যাটি সরকার পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রেই অন্তর্ভুক্ত, কোনও বিশেষ সরকার গঠনে নয়।

এমনকি কাল্পনিক সরকারকেও প্রত্যাখ্যান করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, বকুনিন নাস্তিকতার পক্ষে তর্ক করার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট মনোনিবেশ করেছেন। তিনি inশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে একটি কাল্পনিক ইচ্ছার কাছে মানুষের দাসত্ব, যুক্তিহীনতা এবং পার্থিব একনায়কতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে দেখেন।

বিজয় এবং আধিপত্য হিসাবে রাষ্ট্র

বাকুনিনের যুক্তির আরেকটি অংশ হ'ল রাজ্যগুলি আগ্রাসী। বাকুনিনের কাছে আধুনিক রাষ্ট্রটি অগত্যা একটি সামরিক রাষ্ট্র। এটি অগত্যা বিজয় এবং পরাধীন করতে পরিচালিত, এবং আক্রমণাত্মক হতে। এর কারণ এটির শক্তি রয়েছে যা এটি অবশ্যই প্রদর্শন করতে বা চালিত করতে পারে। কেবল অভ্যন্তরীণ পতন বা বাহ্যিক আক্রমণ থেকে তার আরোপিত unity রক্ষা করার জন্য, রাজ্যের একটি বিশাল সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী এবং আমলাতন্ত্রের প্রয়োজন। দুর্বল এবং ছোট রাজ্যগুলি বড় এবং শক্তিশালী রাজ্যগুলি গ্রাস করার ঝুঁকিপূর্ণ।

তদ্ব্যতীত, রাজ্যগুলি সহজেই সমতুল্যতা সহ্য করে না, যেহেতু তাদের প্রকৃতি আধিপত্যকে অনুসরণ করে। একটি দ্বিপথবিহীন বিশ্ব অগত্যা দ্বন্দ্বের একটি হয়ে উঠবে (যেমন শীতল যুদ্ধের মতো)। বেশ কয়েকটি রাজ্যের অস্তিত্ব প্রতিযোগিতা, হিংসা এবং অন্তহীন যুদ্ধকে নিশ্চিত করে।

রাজ্যগুলি তাই সম্পূর্ণ শক্তি জোগাড় করে এবং বিজয় শুরু করে, যদি তা না করে তবে ধ্বংস হওয়ার যন্ত্রণায়। রাজ্যগুলি তাই সর্বদা বিজয়ী এবং ক্রীতদাসীদের তৈরি করে। একটি সর্বজনীন রাষ্ট্র অসম্ভব কারণ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করে। গ্রুপ-আউট-গ্রুপ হতে হবে।

রাজ্যগুলি মূলত সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে শুধুমাত্র বিজয়ী দেশগুলিই রাষ্ট্র তৈরি করে। রাষ্ট্রের পক্ষে, বিজয়ের অধিকার বা চূড়ান্তভাবে অস্ত্রের আশ্রয় নেওয়া রাষ্ট্রের অন্যান্য নীতি ও আইনগুলির চেয়ে উচ্চতর নীতি। (বকুনিন এখানে আইন প্রয়োগকারী এবং আইন-সৃজনশীল সহিংসতা এবং আগাম্বেনের সার্বভৌমত্বের বিশ্লেষণের মধ্যে বেঞ্জামিনের পার্থক্যকে পূর্বনির্ধারিত করেছেন)। বাহিনীর আধিপত্য এবং বিজয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সারমর্ম এবং ডান হ'ল শক্তির ফলাফলগুলিকে পবিত্র করার এক উপায়।

অধিকন্তু, রাষ্ট্রগুলি তাদের সার্বভৌমত্বগুলি আইনের ঊর্ধ্বে রাখে। এটি হ'ল রাজ্যটি দখল করার জন্য বিদ্যমান এবং এর নিজস্ব কোনও সীমা নেই সভ্যতা মিশন বা এ জাতীয় মত দ্বারা চালিত এই জাতীয় সত্তার ধারণাটি হাস্যকর বলে মনে করা হয়।

বাকুনিনের দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বাস্তববাদীদের মতামতপূর্ণ, যারা রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক সর্বদা যুদ্ধের দিকে ঝুঁকে রয়েছে তা বজায় রাখে। যেখানে বাকুনিন রিয়েলিস্টদের থেকে পৃথক তার দৃষ্টিভঙ্গিতে যে এই রাজ্য অপ্রয়োজনীয় এবং তা উৎখাত করা যেতে পারে। তিনি রাষ্ট্রগুলিকে বাহ্যিক চাপের মতো অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও ততটা প্রতিক্রিয়া দেখছেন, যা বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে।

তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতিগত সংঘাতকেও খুব বেশি গুরুত্ব দেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্রগুলি তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে একটি পৃথক শক্তি - 'জাতি' - একত্রিত করতে প্রায়শই প্রতারকভাবে জাতিগত আনুগত্য এবং উত্তেজনা জাগায়।

আজ, একজন বকুনিন কীভাবে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করতে (উদাহরণস্বরূপ ইরানের কথিত পারমাণবিক কর্মসূচি) বা অন্য রাজ্যগুলির দ্বারা নির্ধারিত ডব্লিউটিও এবং আইএমএফ এজেন্ডা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য, নিজের লোকদের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে কীভাবে তাদের সক্ষমতা তৈরি করার বিষয়ে জোর দেওয়ার কথা কল্পনা করতে পারেন? যে কোনও উপায়ে, তারা প্রচুর সামরিক এবং পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার জন্য চাপের মধ্যে পড়ে, সমাজকল্যাণে কোনও অপ্রয়োজনীয় প্রচেষ্টাকে ছাড়িয়ে যায়।

অভিজাত নিয়ম হিসাবে রাষ্ট্র

বাকুনিন আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে রাজ্যগুলি অগত্যা শ্রেণি আধিপত্য জড়িত। বাস্তবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ম কখনই বাস্তবায়িত হয় না, কারণ দলগুলি অভিজাত নেতৃত্বের দ্বারা চালিত হয়। শ্রমজীবী মানুষের রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার জন্য খুব কম সময় বা শিক্ষা নেই। সুতরাং, জনগণ সত্যিকার অর্থে আইনগুলি তৈরি করে না, সংখ্যালঘুদের শাসন করে তারা তাদের নামে তৈরি আইন মানায় এবং তাদের আনুগত্য একটি স্বেচ্ছাসেবী ইচ্ছার কাছে জমা হয়।

নির্বাচনের একমাত্র সুবিধা হ'ল অভিজাত সংখ্যালঘুদের পুরোপুরি উপেক্ষা করার পরিবর্তে জনগণকে প্রতারণা করতে হবে 'ক্ষণস্থায়ী আবেগকে' বা জনগণকে প্রতারিত করতে। এ জাতীয় শাসনতন্ত্রগুলি রাজতন্ত্রের চেয়ে ভাল তবে তা সত্ত্বেও সংখ্যালঘু শাসনের রূপ রয়েছে।

রাজ্যের প্রতিটি যৌক্তিক তত্ত্ব কর্তৃত্বের নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত: এই বিশ্বাস যে বেশিরভাগ মানুষ স্ব-সরকার থেকে অক্ষম এবং উপর থেকে অবশ্যই একটি চাপিত জ্ঞান এবং ন্যায়বিচারের কাছে জমা দিতে হবে। এই দাবির তিনটি সম্ভাব্য উত্স থাকতে পারে: হিংসা, ধর্ম বা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব

মার্ক্সের বিপরীতে, বাকুনিন আমলাতন্ত্রকে একটি শ্রেণী হিসাবে লেখেন। তুর্কি-অধিকৃত সার্বিয়ার মতো কিছু দেশে বুর্জোয়া বা আভিজাত্য নেই, কেবল একটি আমলাতান্ত্রিক শ্রেণি যা সরাসরি শাসক শ্রেণি। অন্যদের মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণি, আভিজাত্য বা ধর্মযাজকদের মতো একটি শ্রেণি রাজ্যের অভ্যন্তরে শাসক শ্রেণির দায়িত্ব পালন করে। অন্যান্য শাসক শ্রেণি নিঃশেষ হয়ে গেলে আমলাতন্ত্রই শাসক শ্রেণিতে পরিণত হয় এবং রাষ্ট্রটি যন্ত্র হিসাবে পরিণত হয়।

তিনি তাদের রচনায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিষয়েও কথা বলেন। উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়া মূলত সামরিক রাষ্ট্র ছিল, তবে দুর্নীতির ঝুঁকিতে ছিল। জার্মানি সামরিক ছিল তবে তার নৈতিকতা সামাজিকভাবে হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে ফ্রান্সকে সামরিক রাষ্ট্র হিসাবে শৃঙ্খলার অভাব ছিল।

সেনাবাহিনী (এবং কেউ মনে করতে পারে, পুলিশ) জনগণের শত্রু কারণ তারা একটি পৃথক সত্তা, তাদের নিজস্ব অধিকার হিসাবে একটি পুরো বিশ্ব হিসাবে গঠিত হয়েছিল। বাকুনিন পরিসংখ্যানবিদদেরও একটি 'দল' বা অন্যদের প্রতিরক্ষাকারী দল হিসাবে লেখেন (উদাহরণস্বরূপ, কখনও কখনও উদারবাদী বা সামাজিক-গণতন্ত্রীদের সাথে লড়াই করা)।

বাকুনিনের পক্ষে, রাজনৈতিক শক্তির সাথে ডিলের মাধ্যমে আলোচনা করা বা নির্দোষ হতে পারে না, বা কাগজের টুকরো (যেমন সংবিধান এবং আইন) দ্বারা আবদ্ধ হওয়া যায় না; এটিকে শান্ত করার একমাত্র উপায় হ'ল এটি ধ্বংস করা। সামাজিক চুক্তির ফলে প্রাপ্ত রাষ্ট্রের উদার ধারণা বাকুনিন গ্রহণ করেছেন রাজ্যের প্রকৃতির প্রকৃতির সাথে বিপরীতে। যেহেতু ন্যায়-শৃঙ্খলা এ জাতীয় বিশ্বে সামাজিক জীবন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, তাই এই রাজ্যটি জনসেবা ভূমিতে (নন্দি রাষ্ট্রকে সালিশী হিসাবে অভিহিত) হিসাবে নামিয়ে আনে।

তবে রাষ্ট্রের অনুগামীরা এই ধরনের হ্রাস এবং স্বাধীনতার অধীনতা গ্রহণ করবে না; তারা এমন একটি রাষ্ট্রের প্রতি জোর দিয়ে থাকে যা সামাজিক জীবন পরিচালিত করে (রাষ্ট্র-মুক্তিকামী) এবং জনসাধারণের শৃঙ্খলা পরিচালনা করে (রাষ্ট্র-রক্ষক)। তাই তাদের প্রয়োজন যে লোকেরা শক্তিহীন এবং আজ্ঞাবহ হন।

বিপ্লবীদের থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের অংশ হিসাবে তিনি সময়ের সাথে সাথে জার্মান উদারপন্থীদের চিত্রিত করেছেন। তারা 'রক্ষণশীল-উদার-প্রতিক্রিয়ার' রূপান্তরিত করে, রাষ্ট্রকে যে কোনও মূল্যে প্রতিরক্ষা করে এবং তাদের সমর্থকদের দ্বারা রাস্তার লড়াই এড়ানো যায়।

বিসমার্ক (এবং বুশ?) এর মতো লেখকরা জানেন যে তারা উদার সমালোচনা উপেক্ষা করতে পারেন কারণ উদারপন্থীরা তাদের বিজয় অর্জনের পরে তাদের সমর্থন করবে। রাষ্ট্র উদার এবং গণতান্ত্রিক রূপের পিছনে স্বৈরাচারবাদকে আড়াল করার একটি শিল্প বিকাশ করে। এবং বাস্তবে, বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত তাদের লাভ নেওয়ার আগে তার বিপ্লবগুলি করার জন্য মানুষের উপর নির্ভর করে

রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারবাদের প্রলোভনে আত্মত্যাগকারী উদারপন্থীদের এই বিবরণটি আজ খুব বেশি পরিচিত। 'রক্ষণশীল-উদার-প্রতিক্রিয়ার' এই প্যাটার্নের কারণেই এটি এখনও কল্পনা করা যায় যে 911-পরবর্তী যুগের 'সুরক্ষা'-বিধ্বস্ত রাষ্ট্রগুলি এখনও উদার গণতন্ত্র

বাকুনিন আরও বিশ্বাস করেন যে কোনও দলকে ক্ষমতার দ্বারা দুর্নীতিগ্রস্থ করা এটি "মানব প্রকৃতির" মধ্যে রয়েছে। এমনকি সমাজতন্ত্রীরাও চূড়ান্তভাবে আত্মহত্যা করবে। এখানে অন্তর্নিহিত দাবিটি হ'ল মানব প্রকৃতি হ'ল এক শ্রেণির অবস্থানের উপর কাজ করা। পরবর্তী সময়ে তিনি বুর্জোয়া শ্রেণীর মতোই দাবি করেছিলেন যে শ্রেণি আত্মহত্যা অসম্ভব: কোনও বুর্জোয়া কোনও দিনই অর্থনৈতিক সাম্য চায় না। ক্লাসগুলি তাদের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করে, সে পরামর্শ দেয়। কারণ তিনি পরিস্থিতি এবং পরিবেশকে সামাজিক কর্মের প্রাথমিক উত্স হিসাবে দেখেন। কারও নৈতিকতা তাদের ইচ্ছার চেয়ে তাদের প্রসঙ্গে নির্ভর করে।

বাকুনিন সম্ভবত আজকের নব্য-দেশপ্রেমিক রাজ্যগুলি (নাইজেরিয়া, জিম্বাবুয়ে, ইত্যাদি), পাশাপাশি পূর্ব ইউরোপের পুরাতন 'কমিউনিস্ট' রাজ্যগুলিকে শাসক শ্রেণির হিসাবে আমলাতন্ত্রের উদাহরণ হিসাবে দেখতেন। পেরিফেরিয়াল অঞ্চলে চালিত কংক্রিটের রূপগুলিতে তিনি মার্ক্সের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক বলে মনে করছেন।

তিনি বুর্জোয়া শাসনকর্তা পরিচালিত এই ধরণের সাধারণ মার্কসবাদী পদ্ধতির বিপরীতে ব্রিটেনের মতো প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র ও বুর্জোয়াদের মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্কের বিষয়েও সংবেদনশীল থাকবেন। 'গ্রোথ কোয়ালিশন'-এর ক্ষেত্রে একজন আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী নিজের জন্য শ্রদ্ধা নিবেদনের উপায় হিসাবে মূলধন সংগ্রহকে প্রচার করে এবং সক্ষম করে। আমলাতন্ত্র এবং বুর্জোয়া শ্রেণীরা এক ধরণের শ্রেণিবদ্ধ জোটে একসাথে কাজ করে, যা পূর্ববর্তী পরিস্থিতিগুলির সাথে তাত্পর্যপূর্ণভাবে বিপরীতে যেখানে বুর্জোয়া শ্রেণীরা আমলাতন্ত্রকে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল।

যেখানে মার্কস রাষ্ট্রকে কেবল সামাজিক জীবনের বিচ্ছিন্নতার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে দেখতেন এবং মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রকে বুর্জোয়া শাসনের উপকরণ হিসাবে দেখায়, অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী অঞ্চল, বা কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণির রচনার প্রভাব হিসাবে বকুনিনকে অবিচল করে দেখেছে পরামর্শ দেয় যে এখানে একটি রাজ্য-শ্রেণি রয়েছে। রাষ্ট্রটি একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত, বুর্জোয়া থেকে আলাদা, যার নিজস্ব গতিশীলতা এবং আগ্রহ রয়েছে।

এটি রাষ্ট্রকে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য একটি অস্থায়ী উপায় হিসাবেও ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে মার্কসের থেকে খুব আলাদা সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়। বাকুনিনের পক্ষে, এই পদক্ষেপটি প্রতিদ্বন্দ্বী শাসক শ্রেণি হিসাবে আমলাতন্ত্রকে ক্ষমতায়িত করার ঝুঁকিপূর্ণ। তার বিশ্লেষণগুলিতে, রাষ্ট্র এবং 'মানুষ' বা 'জাতি' সর্বদা দুটি পৃথক এজেন্ট হিসাবে আলোচিত হয়।